হৃদয় জানালা

কত দূরের মানুষটা হঠাৎই কাছের হয়ে যায়। যায় দু'টো কথা দিয়ে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। হয়তো এ কথায় নয় 'তোমার কথা মনে হয়' কিংবা 'তোমাকে সেদিন স্বপ্নে দেখেছি'। অথবা এর থেকেও সাধারণ কোনো কথা। যার সারকথা আমি তোমাকেই ভালোবাসি। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালা'র পাতায়... দূরের মানুষটিকে কাছের করে নিন। করে নিন একেবারে আপন...

হৃদয় ভাঙার গান

এখন তুমি কোথায় আছ জানি না। সাপ্তাহিক ২০০০ তোমাকে আমার কাছে এনেছিল। তুমি আমার বন্ধু হয়ে এসেছিলে এ হৃদয় মন্দিরে জীবনের ২৪তম বসন্তে। কুহু কুহু সুরে রাতজাগা ডাহুক পাখি হয়ে অথবা চাতক পাখির কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি হয়ে। অথচ আজ তুমি কত দূরে? ২৬তম বসন্ত চলে গেল এইতো, তুমি কিন্তু কোনো গান শোনাওনি। এই মাতাল হাওয়া, এই সুর আর এই গান সবই আছে। শুধু নেই তোমার কাঁকনের ছন্দ। কথা ছিল তোমার হাত ধরে ফসলের মাঠে মেঘনার তীরে, ধুধু বালুচরে পাখিদের নীড়ে হাঁটব দু'জন। কিন্তু তা আর হলো না। অজানা ভুলে আমাকে ভুলে গেছ। কি কারণে ভুল বুঝলে জানালে না। তারপর হঠাৎ তোমার একটি চিঠি এসেছিল ১ বছর পর। লিখেছিলে চাঁদপুরে আছো তাই আগের ঠিকানায় নয়, নতুন ঠিকানা জানাবে। জানাওনি। তাতে কি, ২০০০-এর ঠিকানা তো ভুলিনি। তুমি এমন কেন? সারা জীবন দুঃখ দিতেই কি ক্ষণিক সুখের পেয়ালা হাতে হৃদয়ের করিডরে এসেছিলে? আচ্ছা তুমি কি সেই, যে একদিন বলেছিলে— 'Like a mountain stream, you always flow in my heart.' আজ পড়াশুনার শেষ পর্যায়। রাতের নীরবতায় এখন জীবনের ডায়েরি খুলতেই দেখি সেখানে শুধুই তোমার চিঠি। তুমি কেমন আছো জলি?

সবুজ, ৩৪৩/ক বঙ্গবন্ধু হল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ২২০২

কান পেতে রই

নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমি। খুব ছোটবেলা থেকেই কাগজ-কলম বই-পত্র নিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘষাঘষি করতে হয়েছে। কারণ শিক্ষার্জনই হবে আমার অর্থার্জনের প্রধান হাতিয়ার। এটাই, আমার আব্বা হুজুরের কথা। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একদিন সত্যিই এই আমি কয়েকটি সার্টিফিকেটের অধিকারী হয়ে গেলাম। কিন্তু কাজ পেলাম না। কেন অথবা কি কারণে কাজ পাইনি তা যারা বাংলাদেশে কাজ খোঁজেন তারা ভালো জানেন। ফলে বুঝতেই পারছেন উদরের চিন্তায় হৃদয়ের কথা ভাবতে পারিনি। এখন আমি 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'। আমার এই ব্যাকুলতার বিষয়টা উপলব্ধি করে যদি কোনো কুসংস্কারমুক্ত সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা শিক্ষিত হৃদয়বতী আমার হৃদয়ের দরজায় কড়া নাড়েন! তারই প্রতীক্ষায় 'আমি কান পেতে রই'।

Litu, P O Box K791, Hay Market, Sydney, N S W 1240, Australia

তোমায় ভালোবেসেছি

তোমাকে আমি এতো ভালোবাসি কেন? কারণ তুমি নারী। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ তোমরা নারীরা আমাদের এই সমাজে , এই সংসারে এই পৃথিবীতে লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা, অবহেলিতা, নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হয়ে আসছ। পুরুষ শাসিত এই সমাজে তোমাদের পুরোপুরি সম-অধিকার কখনোই আসবে বলে আমার মনে হয় না। তাহলে পুরুষের আত্মমর্যাদায় হানি হবে। আর পুরুষ তা কখনোই চাইবে না। বিধাতার অপরূপ সৃষ্টিতে তুমি রূপবতী। কিন্তু তোমার দুর্বল কোমল শারীরিক বৈশিষ্ট্যই তোমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিণত করেছে। তাই তুমি ঘৃণিতও হয়েছ সংসারে কখনো। আদিকাল থেকে আজ অবধি যেসব মনীষীরা আমাদের সমাজকে নানা বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, যেসব আইন সমাজের ভাঁজে ভাঁজে ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেখানেও তুমি নানাভাবে বঞ্চিত আর প্রতারিত। পুরুষেরা চেয়েছে তোমরা তাদের থেকে একধাপ নিচে থাক। পুরুষ চায় না তোমরা তাদের ধর্ষিত বানাও।

তুমি নারী। তোমার কোমল হৃদয়ের কাছে আমি সারা জীবন হার মেনেছি। হার মেনেছি জন্ম থেকে। তুমি ভালোবাসা দিতে জান, নিতে জান। ভালোবাসতে জান, ভালোবাসাতে জান। আবার ঘৃণাও করতে জান। তুমি নারী বলেই পুরুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পার। ইতিহাস কথা বলে, অনেক রাজা রাজ্য ছেড়েছে নারীর প্রেমে। তোমার হৃদয়ের উন্মুক্ত দ্বার আমিও চাই। সব পুরুষই চায়। নারীর হৃদয়ের খোলা জানালায় উঁকি দিতে চায় না এমন পুরুষ খুঁজে পাওয়া এই পৃথিবীতে হবে দুষ্কর। নারী, তুমি কুৎসিত কদাকার হও, তবুও তোমার সংস্পর্শ পুরুষের কাম্য। কারণ তুমি যে নারী। ভালোবাসার কাঙাল। দিতে জান অনেক বেশি। সুখী হও অতি সামান্য কিছু পেয়েও।

কেউ বা বলে, নারী তুমি ছলনাময়ী। মিথ্যে নয়। আবার সত্যিও নয়। তোমার ছলনায় লুকানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভালোবাসা যে সরল পুরুষের বোধগম্য নয়। অতি জ্ঞানী মহাপুরুষরাই সেই ভালোবাসার মূল্যায়ন করতে জানে। অন্ধকার নির্জনে তুমি পুরুষের কাছে বহুদামী। তখন তুমি মহারানী, কোনো এক মহিয়সী। ভালোবাসায় কিঞ্চিত লোভ থাকা অস্বাভাবিক কিংবা দোষের নয়। কিন্তু সেই লোভ পুরুষের মাঝে কখনো কখনো এতটাই প্রবল যে, হিংস্র জানোয়ারকেও হার মানায়।

নারী, তুমি প্রেমিকা। তোমার ভালোবাসায় কখনো কখনো পুরুষ ঘৃণা ছড়ায়। অথচ সেই পুরুষের তৈরি করা সমাজের সামাজিক বন্ধনে তুমি কতটা অসহায় তা একটিবারও প্রেমিক পুরুষটি ভাবে না। তুমি নারী, তাই তুমি বোঝ তোমার অসহায়ত্ব, যা আমি বুঝি না। কারণ আমি পুরুষ। জন্ম থেকেই এই সমাজ আমার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছে তোমার ওপর রাজত্ব করার। দোষটা আমার নয়। দোষটা এই সমাজের । দোষটা পুরুষের গড়া নিয়মের। একদিকে সমাজের গড়া আইন, অন্যদিকে তোমাদের দুর্বল দেহ বৈশিষ্ট্য তোমাদেরকে আরো দুর্বল, আরো অসহায় করে দিয়েছে। সংসারে আজও তুমি বাবা, ভাই কিংবা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। তোমার অসহায়ত্ব তোমাকে ধৈর্যশীল বানিয়েছে। তাই তুমি পারও। তুমি তো আমাদের ঘৃণে ধরা সমাজের নারী। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখ, পশ্চিমা আধুনিক সমাজেও নারীরা কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা পরোক্ষভাবে অসহায় আর নির্ভরশীল। বিধাতাই কি এই সংসারে শুধু ভালোবাসা দিতে তোমাদের পাঠিয়েছেন?

কত নগণ্য তোমার চাওয়া। কত অল্পে তুমি তুষ্ট। সূর্যের হাসির বিনিময়ে চাঁদের হাসি চাও। অথচ এই ক্ষুদ্র চাওয়ার কাছেও তুমি হেরে যাও। কখনো শাসিত, কখনো শোষিত হও। সংসারে তুমিই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। এই নির্দয় নির্মম পৃথিবীতে তুমি শুধু দিতে শিখেছ, নিতে শিখনি। তুমি এসো, দুর্গম পথ একদিন শেষ হবে। আমি আশান্বিত। পুরুষের মাথার মুকুট তুমি ছিনিয়ে নিতে হয়তো পারবে না। কিন্তু পুরুষ নতুন একটা মুকুট তোমার মাথায় একদিন পরিয়ে দেবে। তখন তোমাকে স্বামীর ঘর ছাড়িয়া প্রিয় পুরুষের সঙ্গে গোপন অভিসারে মিলিত হইতে অন্ধকারে বাহির হইতে হইবে না। নারী, তোমার শুভ কামনা করছি।

মামুন, সিঙ্গাপুর

একজন সাহসী রমণীর জন্য

আমি জানি আমার ভালোবাসা অন্যায়
আমার কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকতে
নেই। এতোটা বছর একটু ভালবাসা
পাওয়ার জন্য অপেক্ষাই করলাম
তার আর দেখা পেলাম না
জানি না পাবো কি না। কেউ আছে
কি না। আমার জন্য তার ভালোবাসার
আঁচল বিছিয়ে।
'হৃদয় জানালায়'
লিখে দিলাম যদি ছাপা হয়।
তেমন কোনো সাহসীরা লিখবেন।
আমি একজন শারীরিক প্রতিবন্দী
সবাই ভালো থাকুন।

মনির, প্রযত্নে : স্বপন কুমার রায়
ঢাকা সদর প্রধান ডাকঘর
বাংলা বাজার, ঢাকা-১০০০

চিরকূট

গরীবের ভালোবাসা

আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে সহসা কেঁপে উঠি। হৃদয়ের ব্যালকনিতে ব্যর্থতার সানাই বেজে ওঠে করুণ সুরে। মনের উষ্ণতা চেপে বুকের গহীন থেকে বেরিয়ে আসে জ্বালাময়ী প্রশ্বাস। ধোঁয়াটে হয়ে যায় সমস্ত আকাশ, মনের আকাশ। ধূম্রজাল ভেদে করে কঠিন দৃষ্টি যেতে চায় সীমানা ছাড়িয়ে। যেখানে স্বার্থের নির্মম দ্বন্দ্ব নেই, যেখানে নেই কোনো ব্যর্থতার এতোটুকু লেশ। নেই শরৎচন্দ্রের কল্পিত দেবদাসের প্রতিচ্ছবি। শুধু আছে— হৃদয় থেকে হৃদয়ে, ভালোবাসার নিবিড় ছোঁয়া, একাগ্র বিস্তার।

মাসুদ, ২৬৪, মুহসীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

একজন মেয়ে বন্ধুর সন্ধানে

আমি একজন খুব সাধারণ ছেলে। অহঙ্কার করার মতো তেমন কিছু নেই আমার। আমার ইচ্ছা, অনুভূতি, আনন্দ, উল্লাস সবকিছুই অতি সাধারণ। জীবনকে খুব সাধারণভাবে উপভোগ করি। আমার একজন মেয়ে বন্ধুর প্রয়োজন যেকোনো বয়সের। তবে মনমানসিকতায় উদার, সহজ-সরল, প্রগতিশীল ও সুশিক্ষিতা হতে হবে। এবং সে হবে অবশ্যই চট্টগ্রাম জেলার।

জসীম উদ্দীন, প্রযত্নে : শাহজালাল মেডিকেল হল, তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি-৪৫০০

নষ্টকে আশ্রয় দাও

হৃদয়ের অতলান্তিক অতলের অন্ধকার জায়গাটা আলোকিত করার জন্য একজন বন্ধু চাই। কষ্টের নীলাভ ছোবলে দহিত কলজেটার শীতলতার জন্য একজন বন্ধু চাই। চিঠি হয়ে উড়ে আসা একমুঠো ভালোবাসার জন্য একজন বন্ধু চাই। এত বড় বসুমতীর কোথায় সেই জন যে অবক্ষয়ের শেষ ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া আমাকে দেখাবে প্রশান্তির রাঙা সুখ? তুমি ছেলে না মেয়ে ওতে মাথাব্যথা নেই আমার। তুমি জুমায় যাও, নাকি গির্জায় যাও কিংবা দেবতার আরাধনার জন্য মন্দিরে যাও জানতে চাইবো না কোনোদিন। আমার প্রয়োজন একজন বন্ধুর, আত্মার বান্ধবের।

জয়নাল আবেদীন জয়, প্রযত্নে : মাস্টার বাড়ি স্লুইস গেট
পো : রূপসী, থানা- রূপগঞ্জ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ

বন্ধু হবে?

সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছি। পুরনো বন্ধুরা নিজেকে নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর তাই নতুন বন্ধু পাবার প্রত্যাশায় লিখছি।

উজ্জ্বল, আলাপন ট্রেডার্স, হাসপাতাল সড়ক পোস্ট + জেলা : নীলফামারী-৫৩০০

ও তন্বী বিদ্যুৎ

অই যে আয়ত চোখ-মৌনতার মেঘে ঢাকা গহন শ্রাবণ এবং সহসা আকাশ বিদীর্ণ করা চোখের বিদ্যুৎ। কবি কেন বজ্রাহত? ও তন্বী বিদ্যুৎ কবিকেই খুলে বলো নৈর্ব্যক্তিক তোমার স্বরূপ।

বোরহান উদ্দিন সোহেল, মাইজদী কোর্ট নোয়াখালী

বুলবুলের প্রতি...

পৃথিবীর সব সুন্দরকে ভালোবাসি আমি। ভালোবাসি সততা, সরলতাকে আর ভালোবাসি বন্ধুত্ব করতে। তেমনই একজন 'বুলবুল' বন্ধু হিসেবে প্রথমেই ভালো লেগেছিল যাকে। সত্যি বলতে কি, অন্য বন্ধুদের চেয়ে তাকে যে একটু আলাদাভাবে অনুভব করি তা বুঝতে পারলাম তার ক'দিনের অনুপস্থিতিতে। 'হৃদয় জানালা' তোমার আশ্রয় নিলাম বুলবুলের কাছে বার্তাটি পৌঁছে দেয়ার জন্য। বুলবুল, তুমি কি জানো তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুটি কে? প্রতি সপ্তাহেই হৃদয় জানালায় খুঁজে দেখব তোমায়। উত্তর দিও হৃদয় জানালার মাধ্যমে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
রংপুর মেডিকেল কলেজ

স্বচ্ছ বন্ধুত্ব চাই

আমি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, তাই এমন কেউ কি আছেন এই অবেলায় আমার প্রতি বাড়িয়ে দেবেন বন্ধুত্বের সুকোমল পরশ। যেখানে থাকবে পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস। বিনিময়ে আমি তার নিরস হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার এনে দেব। গানে গানে, গল্প, ছন্দে কিংবা কথার কথায়। তবে তাকে হতে হব ত্রিশোর্ধ্ব। তাহলে আজই অপার আনন্দ পেতে লিখুন।

মোহাঃ বদু, প্রযত্নে : আকুল খায়ের, গ্রাম : আমদহ, পোস্ট : আসরাফপুর, জেলা : মেহেরপুর

ঢাকার মুনকে

সূর্য অস্তায়মান, পাখিরা নীড়ে ফিরছে। কালো শাড়ির আঁচল জড়িয়ে এগিয়ে আসছে রাত। বসন্তের শেষ লগ্নে গোধূলির কৃষ্ণচূড়ায় একটি কোকিল ক্লান্ত সুরে কুহু কুহু? কোকিলার প্রতি উত্তরের প্রত্যাশায়।

Engr Md. Zakir Hossain, C.S.E-972032, IIUC, 154/A, College Road chawkbazar, Chittagong